মেহেরপুরে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

সবাই মিলে প্লাস্টিক দূষণ রোধ, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই পরিবেশ গড়ি প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ও পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের আয়োজনে জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের হল রুমে এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোজাফফরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার সাজেদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর পরিদর্শক নাসরিন সুলতানা।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ উপাধ্যক্ষ মোঃ শামসুর রহমানের সঞ্চালনে আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ সহকারী শিক্ষক রাশেদুল হাসান, পরিবেশ অধিদপ্তরের নমুনা সংগ্রহকারী শামিম উদ্দিন ও অফিস সহকারি রোকনুজ্জামান প্রমুখ।

মেহেরপুর পৌরসভার ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার সাত

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার সাত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
এদের মধ্যে সিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত একজন ও নিয়মিত মামলার ছয় আসামি রয়েছে।
সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) ভোর রাত পর্যন্ত মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের পৃথক টিম আলাদা অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেপ্তার করে।
মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ জন ও নিয়মিত মামলার ২ আসামি এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও জিআর মামলার ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী এবং গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতে নেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬২ নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায় খালাস

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির ৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা নাশকতা মামলার ৬২ জন আসামি বেখসুর খালাস পেয়েছেন।

আজ সোমবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মামলার সকল আসামি আদালতে হাজির হয়ে মিথ্যা মামলা থেকে খালাসের আবেদন করলে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ মো: নূহ নবী তাদেও বেখসুর খালাসের রায় দেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর যুবদলরে সভাপতি সাইদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক গাংনী টেকনিকেল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা ও সাবেক ইউপি মেম্বর হাবিবুর রহমান হাবিব, ধানখোলা ইফুরংর যুবদলের সম্পাদক আলামিন হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের নেতা জহুরুল ইসলাম, শরীফুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে তৎকালিন গাংনী থানা পুলিশ সরকার বিরোধী নাশকতার অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং এসটিসি ৩৫,৩৬/২০১৮ ইং।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেমি নির্বাচনের পূর্বে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে বিএনপি নেতা কর্মীরা নাশকতা ঘটানোর উদ্যেশ্যে জড়ো হয়ে সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক করছে এমন কাল্পনিক অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলাটি দেই গাংনী থানা পুলিশ।

মামলাটি দীর্ঘদিন চলার পরে আজ সোমবার দুপুরে নির্ধারিত দিনে মামলার সকল আসামি বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী আদালতে উপস্থিত হলে বিচারক সব আসামিকে বেকসুর খালাস দেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশ বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মীর নামে গত ১৭ বছরে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলায় আসামি করা হয়েছিলে কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে। স্বৈরাচার সরকারের আমলে এসব মামলায় বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ। বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতাকর্মীকে রিমান্ডের নামে করা হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

তিনি বলেন, পুলিশের দায়ের করা বাকী মিথ্যা মামলাগুলো থেকেও দ্রত খালাস পাবেন এ প্রত্যাশা বিএনপি নেতাদের।

মেহেরপুর দুটি সার ডিলার

প্রতিষ্ঠান মালিককে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রী করার অভিযোগে ২ টি সার ডিলার প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট থেকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান অভিযানে।

আজ সোমবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর কোট সড়ক এবং থানা সড়কে এই অভিযান চালানো হয়।

জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের থানা সড়কে মেসার্স হোসেন ট্রেডার্স নামক সার কীটনাশক বিক্রয় প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক দামে সার বিক্রীর প্রমান পাওয়া যায়। সরকার নির্ধারিত ১৩৫০ টাকা দামের টিএসপি সার ১৬১০ টাকায় বিক্রি করছিলেন।

এছাড়া সার কেনা-বেচার পাকা রশিদ না রাখা ও ক্রেতাকে রশিদ প্রদান না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: কাশেম আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরে কাশেম আলীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা গেটের সামনে মেসার্স শাহাবুদ্দিন খান এন্ড ব্রাদার্স নামক বিএডিসি সারের ডিলার প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে অভিযোগের সত্যতার প্রমান পাওয়া যায়। সার বিক্রির স্টক রেজিস্টার ও ভাউচার যাচাই করে ১৬ তারিখের ৫৭ বস্তা টিএসপি সারের গড়মিল পাওয়া যায়। ৫৭ বস্তা সার বেশি দামে বিক্রি করা হলেও তাঁর কোন ভাউচার প্রদান করা হয়নি। কোথায় এবং কার কাছে সার বিক্রি করেছেন তার কোন প্রমাণ রাখেননি। তবে পুর্বে ১৫৮০ টাকা পর্যন্ত টিএসপি সার বিক্রির কথা তিনি স্বীকার করেন।

অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয় করে ভাউচার প্রদান না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: শাহাবুদ্দিনকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪০ ও ৪৫ ধারায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ

মাহমুদ ও মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম।

এসময় শহরের বিভিন্ন দোকানে সরকারি আইন মেনে ব্যবসা করার জন্য লিফলেট, পোষ্টারসহ সচেতন করা হয়। এধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান গ্রেফতার

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজকে আটক করেছে র্যাব।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত ২ টার সময় র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুরের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে সন্ত্রাস সৃষ্টি কারী মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতা সন্ত্রাস দমন আইনে দুই মামলার এজাহারনামীয় আসামী মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানকে চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

র্যাব-১২ সিপিসি ৩ এর দেওয়া তথ্যে মতে গোপন সাংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-২০,-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এবং মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-০৬, সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর মামলাদ্বয়ের এজাহারনামীয় আসামী চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানাধীন পৌরসভার অন্তর্গত হাসপাতালপাড়া এলাকায় অবস্থান করছে।

এমন তথ্যের ভিত্তিতে রাত ২ টার সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম, কোম্পানী কমান্ডার ও এএসপি মোঃ এনামুল হক, স্কোয়াড কমান্ডার, র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুরদ্বয়ের নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল উক্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানকে

গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে মেহেরপুর জেলার সদর থানায় থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অস্ত্র, গুলি ও সরকারি মালামালসহ ইউপি সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে একটি নাইন স্যুটারগান, দেশীয় তৈরী ধারালো অস্ত্র, গুলি, কৃষকদের জন্য প্রণোদনার বীজ, সার কীটনাশক ও কম্বলসহ আলোচিত ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুলকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গ্রেফতারকৃত আজমাইন হোসেন টুটুল গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের দুইবারের নির্বাচিত সদস্য (মেম্বর) ও লক্ষিনারায়ানপুর ধলা গ্রামের আক্কাছ আলীর ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী, র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব—১২) ও গাংনী থানা পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী একটি টিম গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৯ টা থেকে শুরু করে রাতভর অভিযান চালান।

এসময় তার বাড়ি থেকে একটি নাইন স্যুটারগান, ২ রাউন্ড গুলি, দেশীয় তৈরী ৪টি ধারালো অস্ত্র হাসুয়া, কৃষি অধিদপ্তরের আওতায় দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ৪৫ প্যাকেট সরিষা বীজ, ৯ প্যাকেট মাস কলাই বীজ, ১৫ বস্তা টিএসপি, ডিএপি ও পটাশ সার, ত্রাণের ২০ টি কম্বল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বরাদ্দকৃত হতদরিদ্র নারীদের ২টি সেলাই মেশিন, পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত ২০ কেজি চাউল ও ২ টি চাউল রাখার ড্রাম জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে ২৭ রেজিমেন্ট আর্টিলারীর মেহেরপুর সেনাবাহিনী ক্যাম্পের

[redacted]

[redacted]

তাঁর মরদেহ মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

শনিবার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের চাঁদবীল ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই নারী মানসিক প্রতিবন্ধী বলে ধারণা করছেন পুলিশ।

স্থানীয়দের ধারণা, দ্রুতগামী কোন গাড়ি তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। নিহত ওই নারীর শরীরের বিভিন্ন অংশ থেতলানোর ক্ষত রয়েছে। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আর বারী জানান, সন্ধ্যার পর পরই মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের শহরের উপকণ্ঠে ইম্প্যাক ফাউন্ডেশনের কাছে রাস্তার উপর ওই নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদস্যদের খবর দেন। পরে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। এসময় চিকি’ৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনীতে পালিয়ে গেলেন বাবা, গাঁজাসহ আটক হলেন ছেলে

গাংনীতে তিন কেজি গাঁজাসহ জাফর আলী (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করেন।

গাঁজা ব্যবসায়ী জাফর আলী গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের মাঠপাড়ার রহিম বক্সের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল জানান, মাদক নিয়ে জাফর ও জাফরের বাবা রহিম বক্স নওপাড়া গ্রামের মইনুল

হোসেনের আমবাগানে অবস্থান করছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সঞ্জীবের নেতৃত্বে একটি টিম অভিযান চালায়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাবা রহিম বক্স পালিয়ে গেলেও ৩ কেজি গাঁজা, দুটি বাটন মোবাইল ফোনসহ জাফরকে আটক করে।

আটককৃত জাফরের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক জেলা আদালতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় যুবক সবুজ হত্যার ঘটনায় ২ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেলসহ যুবক সবুজকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যার মাস্টারমাইন্ডসহ দু আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ হত্যাকান্ডে নিজেকে জড়িয়ে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে গ্রেফতারকৃত আসামী সাগর। গতকাল দুপুরে আদালতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

এদিকে, নৃশংস এ হত্যাকান্ডের মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে জঘন্য এ হত্যাকান্ডে জড়িত মাস্টারমাইন্ডসহ দুজনকে গ্রেফতার করে হত্যা রহস্য উন্মোচনের সাফল্য অর্জন করায় প্রশংসায় ভাসছেন আলমডাঙ্গা - চুয়াডাঙ্গা পুলিশ প্রশাসন। তবে, আসামীরা কী ধরণের স্বীকারুক্তি দিয়েছেন সে ব্যাপারে তথ্য,দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে পুলিশ। আজ ১৫ নভেম্বর পুলিশের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

জানা যায়, বাদেমাজুর যুবক সবুজ হত্যাকান্ডের কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ ৪ সন্দেহভাজনকে থানা হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রাখে। এদের মধ্যে নিহত সবুজের সাবেক ব্যবসায়ী পার্টনার একই গ্রামের সৈকত, বর্তমান পার্টনার বন্ডবিল গ্রামের জিহাদ ও গোবিন্দপুর গ্রামের রঙমিস্ত্রি রাহাতের ছেলে মোটরসাইকেল মেকানিক সাগরকে থানা হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারেন। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ আলমডাঙ্গা ফুড গোডাউনের নৈশপ্রহরী জহুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। জহুরুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত ইউসুফ আলীর ছেলে।

ওয়াকিবহালসূত্র জানিয়েছে — দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের নিকট মুখ খোলেন দুজন সাগর ও জহুরুল। তারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। অন্য দুজনের এ হত্যাকান্ডে পুলিশ সম্পৃক্ততা খুঁজে পায়নি। তবে এখনই এ দুজন সন্দেহমুক্ত নন।

হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুজনের মধ্যে সাগর গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন। নিজেকে ওই হত্যাকান্ডে জড়িত করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন বলে জানা যায়।

আদালতে প্রত্যক্ষদর্শীসূত্রে জানা গেছে, চাঁদাবাজি করতে গিয়েই এ নৃশংস হত্যাকান্ডের সূত্রপাত। সবুজ ইতালি চলে যাবেন। মোটরসাইকেল কেনাবেচার ব্যবসা করেন। তাছাড়া, টিভিএস ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল বিক্রির কথা চলছিল। তার নিকট থেকে সব টাকা হাতিয়ে নিতেই ঘাতকরা অপারেশন চালান।

আলমডাঙ্গার একাধিকসূত্রে জানা যায় – খাদ্যগুদামের নৈশপ্রহরী হওয়ার সুবাদে জহুরুল ইসলাম উপজেলা গেটের সামনের সরকারি গোডাউনের কোয়ার্টারে সপরিবারে বসবাস করতেন। হত্যাকান্ডের দুদিন আগে রাতে এ ফুড গোডাউনের ভেতরে জহুরুল সাগরসহ বেশ কয়েকজন যুবককে নিয়ে মিটিং করেন। সেই মিটিং-এ সবুজসহ বেশ কয়েক জনের নিকট চাঁদাবাজির সিদ্ধান্ত নেন। এ কাজে প্রয়োজনে খুন করতেও পিছুপা না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তারা।

হত্যার পূর্বে তারা সবুজের সাথে অন্তরঙ্গ আচরণ শুরু করেন। এভাবেই বন্ধুত্বের ফাঁদ পাতেন। তাদেরকে আলমডাঙ্গার অনেকেই একসাথে পুরি ও ফুচকা খেতে দেখেছেন। অনেকে দাবি করেছেন যে ঘটনার রাতে পোয়ামারী গ্রামে গিয়ে তারা এক সাথে বাউল গান শুনেছেন।

এক পর্যায়ে ঘটনার স্থলে নির্জন বাগানে নিয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। এ ঘটনার এক পর্যায়ে ঘাতকচক্র নিরীহ যুবক সবুজকে পিটিয়ে হত্যা করে।

পরে, এ হত্যাকান্ডের আলামত বিনষ্ট করতে তারা সবুজের লাশের উপর তার নিজের মোটরসাইকেল রেখে আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়। আগুনের